হল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক সাধারন নির্দেশাবলী

A. সূচনাঃ

হলে সাধারনত মেসিং বোর্ডার মাসের প্রথমে অগ্রিম নিদৃষ্ট পরিমান টাকা জমা দেয়। তারপর মাসে যদি কোন সময় না খেতে চায় তাহলে মিল অফ করে। প্রতি মাসের শেষে হিসাব করে দেখা হয় সে মিল অফ এর কারনে রিফান্ড পাবে কিনা। রিফান্ড থাকলে তা পরের মাসের পেমেন্টের সাথে সম্বনয় করা হয়। প্রতি মাসের শেষে Month End Process দিলে রিফান্ড ক্যালকুলেশন হয় তাই Month End Process না দিয়ে পরের মাসের ডিউজ স্লিপ দিলে ছাত্র রিফান্ড পাবে না।

কোন ছাত্র যদি পূর্বের মাস গুলোতে টাকা জমা না দিয়ে খায় এবং পরবর্তীতে পূর্বের মাসের টাকা জমা দেয় তখন সে কতদিন খেয়েছে তার উপর ভিত্তি করে টাকা নেওয়া হয় । সে ক্ষেত্রে যেহেতু অগ্রিম টাকা নেয়া হয়নি সেহেতু রিফান্ড পাওয়ার কোন ব্যাপার নাই।

B. ব্যাংকের সাথে সফটওয়ারের ব্যালান্স না মিলার কারণঃ

ছাত্ররা ডিউজ স্লিপ নিয়ে ব্যাংকে জমা দেয় । সেই অনুযায়ী সফটওয়ারে Confirm করতে হয়।

১. যদি ডিউজ স্লিপ ব্যাংকে জমা দেয়া হয় কিন্তু সফটওয়ারে Confirm করা না হয় তাহলে ব্যাংকে ব্যালান্স বেশি এবং সফটওয়ারে কম হবে।

২. আবার যদি ডিউজ স্লিপ ব্যাংকে জমা দেয়া হয় নাই কিন্তু সফটওয়ারে Confirm করা হয় তাহলে ব্যাংকে ব্যালান্স কম এবং সফটওয়ারে বেশি হবে।

৩. ছাত্ররা যে মাসে ডিউজ স্লিপ নেবে সেই মাসেই ব্যাংকে জমা দেবে কিন্তু একমাসে স্লিপ নিয়ে অন্য মাসে ব্যাংকে জমা দিলে এবং স্লিপ Confirm করলে (প্রসেস এর পূর্বে Confirm না করলে রিফান্ড পাবেনা) সেটি যে মাসের স্লিপ সেই মাসে Confirm হবে যার ফলে ব্যাংকের সাথে সফটওয়ারের ব্যালান্স মিলবে না।

এজন্য যদি এরকম অবস্থা হয় তাহলে সেই ছাত্রের স্লিপ ডিলিট করে যে মাসে ব্যাংকে পে করেছে সেই মাসের স্লিপ দিয়ে তার পর Confirm করতে হবে।

৪. ছাত্ররা যদি একাধিক বার স্লিপের কপি নেয় তাহলে প্রথম স্লিপের পর প্রতিবার ১০ টাকা হারে ফাইন যোগ হবে। এখন যদি কোন ছাত্র প্রথম স্লিপ টি হারিয়ে গেছে ভেবে ২য় বা ততোধিক বার স্লিপ নেয় এবং পরবর্তিতে প্রথম স্লিপটি খুজে পেয়ে প্রথম টি ব্যাংকে জমা দেয় তখন যেহেতু সফটওয়ারে ঐ ছেলের জন্য ২য় বা ততোধিক স্লিপ দিয়েছে তাই তার জন্য ২য় বা ততোধিক স্লিপটি Confirm হবে ফলে ব্যাংকের সাথে সফটওয়ারের ব্যালান্স মিলবে না।তাই ছাত্ররা যেন সর্বোশেষ কপি টি ব্যাংকে জমা দেয় সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।

তবে যদি এরকম অবস্থা হয় তাহলে সেই ছাত্রের স্লিপটি ডিলিট করে নূতন করে দিয়ে তারপর Confirm করতে হবে।

C. উপরোক্ত কারনে ডিউজ স্লিপ Confirm করার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবেঃ

১. ছাত্র ২য় কপি নিয়ে ১ম কপি জমা দিচ্ছে কিনা?

২. এক মাসের স্লিপ অন্য মাসে জমা দিচ্ছে কিনা?

৩. ছাত্রের মিল ওপেন করা আছে কিনা? (বিশেষ করে যাদের সম্প্রতি বোর্ডার টাইপ পরিবর্তন হয়েছে)

D. হল ডিউজ দেয়ার সময় লক্ষ্যনীয়ঃ

১. বোর্ডার টাইপ অনুযায়ী মান্থলি ডিউজ সেটআপ আছে কিনা?

২. যে মাসে এডমিশন আছে সে মাসে এডমিশন ডিউজ গুলি সেটআপ আছে কিনা?

৩. গত মাসের মান্থ ইন্ড প্রসেস দেয়া হয়েছে কিনা? (গত মাসের মান্থ ইন্ড প্রসেস না দিলে ছাত্ররা রিফান্ড পাবে না)

৪. যেসকল ছাত্রের সম্প্রতি বোর্ডার টাইপ চেঞ্জ হয়েছে তাদের মিল ওপেন করে দিয়ে প্রয়োজনে ম্যানুয়াল ডিউজ দেয়া।

৫. তবে বোর্ডার টাইপ মেসিং টাইপ থেকে নন-মেসিং টাইপ চেঞ্জ না করা ই ভালো।

E. মান্থ ইন্ড প্রসেস দেয়ার পূর্বে লক্ষ্যনীয়ঃ

১. সকল ছাত্রের হল ডিউজ কনফার্ম করা হয়েছে কিনা?

২. সবার মিল অন/ অফ করা আছে কিনা?

৩. বোর্ডার টাইপ চেঞ্জ করার ব্যাপার থাকলে করে নেয়া যেতে পারে।

৪. ম্যানেজার সেটআপ করা আছে কিনা?

৫. হল ক্লোজ থাকলে তা করে নিতে হবে।

৬. চলতি মাস ও তার পরবর্তী মাসের মিল সকল মেসিং টাইপ বোর্ডারের জন্য ওপেন করা আছে কিনা?

৭. কোন মাস প্রসেস করা হয়ে গেলে তারপর মিল অফ করলে কোন রিফান্ড পাবে না।

৮. মান্থ ইন্ড প্রসেস দেয়ার পর যদি কোন ভূল ধরা পড়লে বা কোন প্রয়োজনীয় সেটিং করতে ভূল হয়ে যায় তবে কারেকশন করে রিপ্রসেস দেয়া যাবে। তবে সেটি করতে পারবে শধুমাত্র প্রভোস্ট/ এডমিন। (রিপ্রসেস না দেয়াই ভালো)

F. মিল অন/ অফ বিষয়ক ইস্যুঃ

১. মিল অন/ অফ করতে হলে মিল ওপেন করা থাকতে হবে (মেসিং বোর্ডার দের জন্য)

২. প্রত্যেক দিন হল মিল প্রিন্ট এন্ড ক্লোজ না করলে ছাত্র মিল খেয়ে মিল অফ করে দিতে পারে/ পূরাতন মিল অফ করতে পারে। তাই মিল প্রিন্ট এন্ড ক্লোজ করতে হবে।

৩. প্রসেস করার পর মিল অফ করলে কোন রিফান্ড হবে না

G. মিল ওপেন বিষয়ক ইস্যুঃ

১. কোন নতূন বোর্ডার অথবা কারো বোর্ডার টাইপ নন-মেসিং টু মেসিং চেঞ্জ হলে প্রথমবার তার মিল চলতিমাস ও তার পরের মাসের জন্য ওপেন করে দিতে হয়। পরবর্তীতে অটোম্যাটিক তার জন্য মিল ওপেন হবে।

২. মিল ওপেন করা না থাকলে ডেইলি মিল লিস্টে তার নাম আসবে না। মিল অন/ অফ করতে পারবে না। রিফান্ড পাবে না।

৩. মান্থ ইন্ড প্রসেস করার পূর্বে দেখে নিতে হবে যে সকল মেসিং বোর্ডারের মিল ওপেন আছে কি না? নাহলে তার রিফান্ড আসবে না (সাধারনতঃ মিল অটো ওপেন হয় তবে নূতন মেসিং বোর্ডারদের প্রথমবার করে দিতে হবে)

৪. মিল ওপেন না করে ডিউজ স্লিপ কনর্ফাম করলে ছাত্রের ব্যালান্স যোগ হবে না। তাই বোর্ডার টাইপ নন-মেসিং টু মেসিং চেঞ্জ হলে প্রথমবার তার মিল চলতিমাস ও তার পরের মাসের জন্য ওপেন করে দিতে হয়। এবং ডিউজ স্লিপ কনর্ফাম করার পূর্বে নূতন মেসিং বোর্ডারদের মিল ওপেন আছে কিনা তা চেক করে দেখতে হবে।

৫. দুই মাসের বেশি মিল ওপেন করা যাবে না।

** যদি কোন ছাত্র ২মাসের বেশি মিল বন্ধ রাখতে চায় তখন তাকে বর্তামান মাস অফ করে বোর্ডার টাইপ RN করতে হবে।

*** In Dues Slip:

1. Messing = Messing + Monthly Feast - Refund
2. Generator = Generator + Admission Generator
3. Miscellaneous = Miscellaneous + Admission Miscellaneous

[সকল নিয়ম কানুন জেনে বুঝে সফটওয়্যার ব্যবহার করার পরামর্শ দেয়া হল]

Manual written by:

A. Engr. Md. Nazim Uddin, Asstt. Programmer (IICT), B.Sc. Engg., M.Sc. Eng., PhD (on going)

B. Engr. S. M. Saifur Rahman, Programmer (IICT), B.Sc. Engg., M.Sc. Eng. (on going), MBA